প্রথম অধ্যায়

# লোকসাহিত্যের ধারায় প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের স্বরূপ নির্ণয়

## প্রথম অধ্যায়

# লোকসাহিত্যের ধারায় প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের স্বরূপ নির্ণয়

প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে, প্রথমেই তার অতীতটা জানার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কোথায় প্রবাদ-প্রবচনগুলির আদি উৎস, এবং কীভাবে সাহিত্যে স্থান পেয়েছে তা জানা। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বলতে হয়, লোকভাষা ও লোকসমাজ সম্পর্কে। একটি ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত গ্রাম্যজীবন নির্ভর লোকসমাজে ব্যবহৃত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যযুক্ত ভাষাকে লোকভাষারূপে গণ্য করা যায়। যদিও ভাষাতাত্ত্বিকদের মতানুসারে অনেক সময় এই ভাষাকে উপভাষা হিসাবে গণ্য করা হয়। লোকভাষা ব্যবহারকারী সমাজ যেহেতু গ্রামজীবন নির্ভর এবং বৃত্তিগত দিক থেকে বিবিধ পরিচয়বাহী, ও সামাজিক বিচারে নানাবিধ গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাই লোকভাষায় আঙ্গিকগতভাব তুলনামূলক ভাবে বৈচিত্র্যময়, একটি বিষয়ে সামগ্রিক সাধারণ পরিচয় সূত্র থাকলেও একটি লোকসমাজে বসবাসকারী জনগণের জাতিগত ভিন্নতার ফলে লোকভাষার সাধারণ পরিচয়ের সীমারেখায় বহুবিধ বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। আসলে নাগরিক মানুষের ভাষা ব্যবহারে সর্বজনীন কৃত্রিমতার আনুগত্য বর্তমান, কিন্তু লোকভাষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় সাধারণ আনুগত্য এবং গোষ্ঠীগত জীবনের স্বাতন্ত্র্যময় সহাবস্থান সর্বদা সংরক্ষিত। এছাড়া লোকভাষার স্বরূপ নির্ভর করে একটি লোকসমাজের জন উপাদানের উপর, আর এই জনসমাজ থেকেই প্রবাদের উৎপত্তি। যদিও প্রবাদের আদি উৎস কি এ সম্পর্কে কোনো সঠিক মতামত পাওয়া যায়নি। লোকসমাজ থেকে এর সৃষ্টি বলে আমরা ধরতে পারি। যার প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যম লোকভাষা। প্রবাদ কোনও একটি জনসমাজে

মানুষের মুখে উৎসারিত, সে সম্পর্কে সমালোচক সুশীল কুমার দে 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ''প্রবাদের আদি কথা যাহাই হউক না কেন, খুব সম্ভব এই প্রবাহের প্রথম উৎস তখনই মানুষের মনে স্বতঃউৎসারিত হইয়াছিল যখন তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা অনুভূতি আপন সরস বেগে ও সহজ ভাষায় নিঃসৃত হইয়াছিল। গ্রন্থাদি রচনার বহু পূর্বেও প্রবাদ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ চলতি কথার অস্তিত্ব ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়; কারণ এগুলি রচনা করিবার জন্য রচিত হয় নাই, মানুষের মুখে আপনি জন্মিয়াছে, তাই মানুষের মুখে আপনি প্রচলিত হইয়াছিল। প্রবাদ বাক্যের আদি স্রষ্টা ছিল সাধারণ মানুষ, যাহার সাধারণ বুদ্ধির বহুদর্শিতা প্রথম প্রবাদের উপকরণ, পরে প্রবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন করিয়াছিল।''[১] সুতরাং উপরিউক্ত উদ্ধৃতি চিহ্নিত অংশ থেকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট জনসমাজ থেকে প্রবাদের উৎপত্তি নয়, এবং লোকভাষার মাধ্যমে লোক মুখে মুখে যার প্রসারণ সর্বত্র, এবং তার সাথে সাথে পরস্পরের সমাজের মধ্যে আদান প্রদান ঘটে। এই লোকমুখে প্রসার ও আদান প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে যে রূপান্তর ঘটেছে, তাতে আদি উৎস থেকে শিষ্ট ভাষা ও সাহিত্যে এক অন্যরূপ লাভ করে। শুধুমাত্র প্রবাদ-প্রবচন এর ক্ষেত্রে নয়, ভাষার ধ্বনিগত, রূপতাত্ত্বিকগত এবং শব্দভাণ্ডারগত সমস্ত দিক দিয়ে লক্ষণীয়। আবার প্রবাদের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রয়োগগত মূল্যের সম্পর্ক এবং লোকভাষার সঙ্গে তার গভীরতা নিয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে বলেন, — ''যেকোন দেশের প্রবাদই জনজীবনের বিচিত্র পরিচয়, জাতিতত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য, সমাজবিন্যাসের ধারা ও লোকভাষার নিদর্শন বহন করে।''[২] অর্থাৎ প্রবাদের মধ্যে লোকভাষার প্রবহমানতা থাকায়, প্রবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে লোকভাষাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তবে আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের আলোচ্য বিষয় লোকভাষা ও লোকসমাজ নয়, রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ব্যবহৃত প্রবাদ, বাগধারা ও

বিশিষ্টার্থক শব্দ ভাষার কৌশলগত প্রয়োগের বিশ্লেষণের তারতম্য অনুসন্ধান করা।

।। দুই ।।

বাংলাসাহিত্যধারায় লোকসাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র অংশ। এই শাখার ছড়া ও ধাঁধার মতো অন্যতম পর্যায় হল প্রবাদ-প্রবচন এবং বাগধারা। এগুলো বিশ্বের সবদেশের একটি সর্বজনীন শিল্প (Universal Art)। প্রবাদের অবয়ব, অর্থব্যঞ্জনা ও ব্যবহার প্রায় সর্বত্র এক, তবে জনপদ ও ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বিষয়বস্তু ভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়; প্রবাদ যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, তা পূর্ণ ভাবদ্যোতক ও অর্থবহ হয়ে থাকে। প্রবাদ মানুষের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং মূলত বুদ্ধিপ্রধান রচনা, আবেগ নয়, তা মস্তিষ্ক প্রেরিত।

প্রবাদ বিজ্ঞজনের মুখে মুখে তৈরী বাক্যরত্ন বা যুগ যুগ ধরে মানব সমাজে ধারাবাহিক ভাবে চলে আসছে। বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতা, দুঃখবেদনা, আশা-নিরাশা, ব্যঙ্গকটাক্ষের প্রকাশ সহজ সরল বোধগম্য ভাষায় প্রবাদ বিধৃত। প্রবাদ হল একটি জাতির সমাজদর্পণ, এর মধ্যদিয়ে ঐ জাতির স্থানীয় পরিবেশ, দেবদেবীর সম্পর্কে ধ্যানধারণা, সমাজ সংস্কার, চিন্তাচেতনা, মানসিক রুচি, ধর্মবিশ্বাস, লোকাচার ও জীবিকা ইত্যাদি সকলের কাছে সুস্পষ্ট ভাবে বিকশিত হয়। রাজপ্রাসাদ থেকে ফুটপাত, অন্দরমহল থেকে বহির্মহল পর্যন্ত উঠতে বসতে কথায় কথায় প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। লোকের মুখে মুখে প্রবাদের স্থান থেকে স্থানান্তর অর্থাৎ প্রচার ও প্রসার লাভ। লোকস্মৃতি হল প্রবাদের প্রধান বাহনশক্তি। বিশেষ করে আমাদের অন্দরমহলেই এই প্রবাদের উৎপত্তি। প্রবাদ হল নারীমনের সহজ স্বচ্ছন্দ এক প্রকাশভঙ্গী। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন, — ''বাংলা প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য বা নিজস্ব রূপ এই যে, আমাদের অধিকাংশ প্রবাদ বা চলতি কথার ভাষা মেয়েদের ভাষা, যাহা এখন পুরুষদের ভাষাতেও নির্বিবাদে চলে গিয়েছে। 'ফোড়ন দেওয়া', 'তেলে

বেগুনে চটে বা জ্বলে ওঠা', 'বুকে বসে ভাত রান্না', 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে', প্রভৃতি নিতান্ত ঘরোয়া কথার মধ্যে রহিয়াছে রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর অথবা ঢেঁকি শালের মেয়েলী অভিজ্ঞতার সরস প্রকাশ। ..... সহজ প্রকাশের ভঙ্গী ও সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সরসতা ইহাদিগকে লোকপ্রিয় করিয়া, ইহাদের ভাষা অন্তঃপুরের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে বৃহৎ জনসমাজে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে।"[৩] প্রবাদ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি আক্ষরিক অর্থে আর অপরটি ব্যঞ্জনার্থে। এটুকু খেয়াল রাখতে হয় যে, আক্ষরিক বা বাহ্য অর্থে প্রবাদের ব্যবহার নেই। সবসময় প্রবাদের প্রয়োগ ব্যঞ্জনার্থে হয়।

সামাজিক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে গভীর ভাবে পরিচিত না হলে প্রবাদের ব্যবহারিক অর্থ জানা দুষ্কর বা প্রবাদের গূঢ় অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়। এ বিষয়ে ডঃ মযহারুল ইসলাম বলেছেন, — "একই প্রবাদ যখন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহার হয়, তখন তার অর্থ ভিন্নরূপ হতে পারে। সে কারণেই পরিবেশ পরিস্থিতিগত ব্যবহারিক অর্থ না জেনে প্রবাদের প্রকৃত অর্থ খুঁজে বের করা একেবারেই নিরর্থক হতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিই, প্রবাদটি এ রকম —

'ভাতারের নাই আদর
মুখে দেয় চাদর'

প্রবাদটির সাধারণ অর্থ এই যে, স্বামীর আদর না থাকলে একটি মেয়ের মুখে চাদর ঢাকা দিয়ে বা ভাল পোশাক পরে লাভ নেই। এই প্রবাদটি যখন দুই ঝগড়াটে মহিলা ঝগড়ার সময় ব্যবহার করে, তখন তার অর্থ অন্যরকম দাঁড়ায়। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করবার জন্য ঝগড়ারত এক বিবাহিত মহিলা অপর বিবাহিত মহিলাকে বলতে পারে, 'আ-হা কি আমার বড়লোকের বউরে, ভাতারের নেই আদর, মুখে দিসলো চাদর, লজ্জা করে না, জঙ্গলের দেখবো

এক ঘুরে বেড়ান বাঁদর'। এখানে ব্যবহারের ফলে প্রবাদটির অর্থ, ব্যঞ্জনা এবং গূঢ় অভিজ্ঞতা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। এখানেই প্রবাদটির contextual অর্থটি উপলব্ধি করা যায়। এর সঙ্গে মেটাফোকলোরিক বা পরাফোকলোরিকগত অর্থ।"[৪] সুতরাং প্রবাদের Normal ব্যবহারের সাথে সাথে ঝগড়া বা দুই প্রতিপক্ষের মুখে এর প্রয়োগগত ভিন্ন রকমের হয়। অর্থাৎ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে প্রবাদের অর্থগত পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা অভিধানে 'প্রবাদ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে — 'প্র √বদ (বিশেষ) √(বলা) + অ (ঘঞ্) - ভা।'[৫] বিশেষ ভাবে কিছু বলাই হল প্রবাদ। পরম্পরাগত বাক্য, জনশ্রুতি, জনরব, লোককথা হল প্রবাদের মূল বিষয়। যে সব বিজ্ঞ উক্তি পরম্পরায় জনশ্রুতি মূলক ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে সমাজে চলে আসছে, তাই-ই প্রবাদ। আবার ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য প্রবাদ-প্রবচন' গ্রন্থে প্রবাদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন, — ''বিশেষ উক্তি বা কথন; 'প্র' পূর্বক 'বাদ' √(বদ + অ) প্রবাদ।"[৬] রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের মতে ইংরাজী 'proverb' শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ হল 'প্রবাদ'। প্রবাদ শব্দটির সংজ্ঞা নির্ধারণে, নানান মুনির নানা মত স্থায়িত্ব পেয়েছে এ ধারাতে।

প্রবাদ সম্পর্কে একটি প্রাচীন ও সাধারণ অভিমত হল, — ''a proverb is a saying, usually short, that expresses a general truth about life"[৭] এটির অর্থ এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, প্রবাদ হল মানব জীবনের অভিজ্ঞতাপন্ন অতি সাধারণ সত্য কথা। আচার্য টেলরের মতে — ''a proverb is a terse didaction statement that is current in tradition or, as an epigram says, the wisdom of many and the wit of one."[৮] অর্থাৎ তিনি বলেন,

প্রবাদ হল ঐতিহ্যাশ্রিত নীতিশিক্ষামূলক নিটোল উক্তি। এছাড়া তিনি এও বলেন, প্রবাদে একের জ্ঞান ও বহুর বুদ্ধি নিহিত আছে। স্পেনের লোকবিদ Cervantes প্রবাদের একটি সর্বজনীন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেছেন, — ''ব্যক্তি, পরিবার, দেশ, সমাজ, জগৎ, পরিবেশ, কাল, কৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে, তা সংহত আকারে একটি বাক্যে বিশেষ রীতিতে প্রকাশ করলে প্রবাদ হয়।[৯] অন্যদিকে ফরাসী পণ্ডিত বলেন, — ''proverbs are crystalized forms of human experience."[১০] অর্থাৎ প্রবাদ হল মানবাভিজ্ঞতার এক সুস্পষ্ট ছবি। মার্কিন লোকবিজ্ঞানী অ্যালান ডাণ্ডিসের বিবেচনায় --- ''The proverb appears to be a traditional prepositional statement consisting atlest on descriptive element, consisting of a topic and acomment."[১১] প্রবাদ হল মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আরশি। তাই এ সম্পর্কে এ্যারিস্টেটল জাতির জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তার উপর খুব বেশী জোর দেন। তাঁর মতে প্রবাদ হল, — "fragments of an elder wisdom"[১২] সমাজের প্রবীন মানুষের বুদ্ধির সারসংক্ষেপ হল প্রবাদ। দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনও প্রবাদের মধ্যে একটি জাতির মেধা, বুদ্ধি ও চৈতন্যের প্রতিফলন দেখেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, — "The genius, wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs."[১৩] ডব্লিউ. সি. হ্যাজলিট প্রবাদকে লোকমনে ব্যাপ্ত সত্যের প্রকাশ বলেছেন; অলংকার ও দ্বন্দ্বের ভাষায় তা ব্যক্ত করা হয়। তাঁর ভাষায়, — "An expression or combination of words conveying a truth to the mind by a giugure, periphrasis, antithesis or hyperbole."[১৪] ঠিক অন্যদিকে লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থে প্রবাদের সংজ্ঞা দিয়ে জানিয়েছেন, — ''প্রকৃত পক্ষে সমাজ যাহা আচারণ করে এবং সামাজিক

মানুষ প্রাত্যহিক জীবনাচারণের ভিতর দিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, তাহাদের মধ্যে যাহা নিজেদের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া নিতান্ত তিক্ত, প্রধানত তাহার দ্বারাই প্রবাদ রচিত হইয়া থাকে। প্রবাদ মধুর বচন নহে, তাহা সংসার সংগ্রামের ক্ষতবিক্ষত মানুষের কঠোর অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি মাত্র।"[১৫] এই অভিমত থেকে এ কথাই স্পষ্ট যে, প্রবাদ যতই শ্রুতি মধুর হোক না কেন, তা মধুর বচন নয়। আসলে প্রবাদ প্রাকৃতজনের প্রত্যহ জীবনচারণের যে দুঃখের কাহিনী এবং নানান ক্ষতবিক্ষত ঘটনার এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বর্তমানে শিষ্টমানুষ জনের কাছে প্রবাদের প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্যরূপে। একেবারে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে প্রকাশ করা। লোকবিদ ডিজরেলী বলেন, — "proverbs were anterier to books and formed the wisdom of the vulgar and in the earliest ages were the unwritten laws of morality."[১৬] ডঃ সুকুমার সেন 'প্রবাদের প্রচলন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রবাদ সম্পর্কে বলেছেন, — ''প্রবাদ মানে সারগর্ভ সদুক্তি।"[১৭] এক্ষেত্রে তিনি প্রবাদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন যথা — ''প্রথম - প্রবাদ আকারে ছোট প্রকারে প্রগাঢ়, অর্থাৎ চোখা ভাষায় নিরেট বাক্য।

দ্বিতীয় - প্রবাদের উদ্ভব ও প্রচলন লোকের মুখেমুখে, - আমাদের দেশের মেয়েদের মুখে মুখে।

তৃতীয় - প্রবাদ সূচনা করে লোক ব্যবহারে অভিজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা আর নির্দেশ করে সুষ্ঠু আচারণ এবং কটাক্ষ করে ব্যষ্টিকে বা সমষ্টিকে।"[১৮]

আবার অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমালোচকেরা প্রবাদকে — ''a proverb is short sentence based on long experience."[১৯] বলে অভিহিত করেছেন। প্রবাদ একটি ঐতিহ্যাশ্রিত প্রস্তাব সম্বলিত উক্তি। যার নূন্যতম একটি

বর্ণনামূলক উপাদান থাকবে; আর এই উপাদানে একটি বিষয় ও একটি মন্তব্য থাকে। 'The American college Dictionary' তে প্রবাদের এরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, প্রবাদ হল — '' ..... a short pithy sayings .... Popularly known and repeated usually expressing simply and concretely, though often metaphorically, a truth based on common sense or the practical experience of mankind."[২০] আবার অপর দিকে লোকসংস্কৃতি বিদ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, — ''একটি অর্থপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সংহত বাক্য হলে প্রবাদ হয়। তাঁর মতে, অর্থপূর্ণ বাক্যাংশ প্রবাদ নয়, প্রবাদকল্প লোকোক্তি। আমরা প্রবাদের রূপক বা প্রতীক ধর্মের উপর জোর দিতে চাই। একটি অর্থের আড়ালে অন্য একটি অর্থ নিহিত থাকলে রূপক হয়। প্রতীক বা সংকেতের দ্বারা একটি ভিন্ন অর্থ নির্দ্দেশ করা হয়। প্রবাদ সৃষ্টির সময় একটি বিশেষ অর্থ স্রষ্টার মনে থাকে সত্য, কিন্তু ক্রমে এর অর্থব্যাপ্তি ঘটে, মূল থেকে সরে প্রয়োগের স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবর্তিত হয়।"[২১] লোকবিদ লর্ড জন রাশেল প্রবাদ সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে — "a proverb is one man's wit and all men's wisdom."[২২] আবার রাশেলের ব্যবহৃত 'wit' শব্দটির প্রসঙ্গে শ্রীমতী রত্না সরকার Alexander pope এর কথা বিশেষ ভাবে তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন। Alexander pope মতে — "what was often throught but never so well expressed."[২৩] যে সব কথা বহুজন বহুভাবে ভেবেছেন, কিন্তু একজনের বাককৌশলে যখন সেই কথাটি একটি উক্তি বা কথনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়, তখন সেটাই 'wit' যেকোন সমাজবদ্ধ মানবজাতির বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব অজস্র বিশ্বাস ও সংস্কার থাকে, আর এর সাথে জড়িয়ে থাকে তাদের সুখ দুঃখের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সত্যবোধ ও ন্যায়বোধের অনুভূতি।

হয় ব্যক্তি বিশেষের 'Wit' এর কল্যাণে। তবে প্রবাদ সৃষ্টির পিছনে আছে বহুজন এবং একজন। অর্থাৎ একজন হল বহুজনের 'Wisdom' যার সৃষ্টি এই একজনের 'wit' থেকে। প্রবাদ মানব জীবনের তথা সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী রত্না সরকার, তাঁর বক্তৃতায় শেক্সপীয়ারের একটি বিখ্যাত উক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, — "patch grief with proverbs অনেক দুঃখ অনেক গ্লানি মুছে ফেলা যায় প্রবাদ দিয়ে, প্রবাদের বাণী শুনে।"[২৪] বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ প্রবচন প্রসঙ্গে ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেছেন, — "Wit হইল প্রবাদ প্রবচনের প্রাণ। এই wit-ই প্রবাদ প্রবচন গুলিকে লোকমুখে বা সাহিত্যের মধ্যে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে। প্রবাদের এক একটি কথা বিদ্যুৎচমকের মত উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। প্রবাদ বা প্রবচনে সাধারণত কোনো নতুন তত্ত্ব প্রচার করা হয় না। জানা কথাই এখানে পুনরায় ভালো করিয়া জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রবাদের মধ্যে কোথাও বিদ্রুপের খোঁচা থাকে। কোথাও ব্যঙ্গের আঘাত থাকে, আবার কোথাও বা সমবেদনার ইঙ্গিত ও স্পষ্ট লক্ষ করা যায়।"[২৫] জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্য সমাজে প্রবাদ অন্যতম অলংকার, যা দিয়ে দেহ সজ্জা নয়, সমাজকে সজ্জিত করা হয়, তাতে শিল্পী মনের চর্চা যেমন থাকে, তেমনি থাকে কল্পনার অনন্ত মিশ্রণ। ব্যক্তি অভিজ্ঞতার প্রকাশ হয় রূপক ও ইঙ্গিত বা প্রতীকের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে সুশীল কুমার দে বলেছেন, — "প্রবাদের সাফল্য ইহার বিষয় বস্তুর উপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে ইহার সহজ প্রকাশ ভঙ্গীর উপর, ইহার সাধারণ বুদ্ধির সরস চমৎকারিত্বের উপর, ইহার সংক্ষিপ্ত ও সাভিপ্রায় প্রয়োগের সার্থকতার উপর।"[২৬] অর্থাৎ প্রবাদের বিষয় বস্তু যাই হোক না কেন, মূল বিষয় প্রকাশ ভঙ্গী। আর এই প্রকাশ ভঙ্গীর চমৎকারিত্বের জন্য প্রবাদ অলংকার মণ্ডিত হয়ে লোকসাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে নেয়। সুতরাং অলংকার সজ্জিত বাক্য কখনোই

সরল হতে পারে না। তবে বলা হয় প্রবাদ সাধারণ বুদ্ধির প্রকাশ, তাতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লুকিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বলতে পারি যে প্রবাদের বিষয়বস্তু নিতান্ত সাধারণ ও লোকসমাজে অতি পরিচিত।

উপরিউক্ত বিজ্ঞজনদের কথিত বিভিন্ন সংজ্ঞা ও মতামত থেকে প্রবাদ সম্পর্কে আমরা কতকগুলো তথ্য লিপিবদ্ধ করতে পারি, — 'জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা,' 'পরিণত বুদ্ধি', 'নিটোল নীতিবাক্য,' 'নৈতিকতার অলিখিত বিধি,' 'লোকমনে প্রবাহিত সত্য কথন,' 'একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য এবং উক্তি,' 'স্ফটিককৃত রূপ,' 'শব্দগুচ্ছের সমন্বয়,' 'বিষয় ও মন্তব্য সম্বলিত বর্ণনামূলক উপাদান,' 'বিভিন্ন অলংকারের ভাষায় প্রবাদের প্রকাশ,' 'খুব সহজ সরল ভাষায় প্রবাদ আত্ম প্রকাশ করে,' এবং 'রূপক ধর্মী'।

উক্ত সংজ্ঞা ও তথ্য থেকে প্রবাদের কতগুলি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা যায়। যেমন—

১। প্রবাদ হল একটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

২। জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধি, নিটোল নীতিবাক্য, নৈতিকতা অলিখিত বিধি, লোকমনে প্রবাহিত সত্য কথন,

৩। বাচ্যার্থ নয়, ব্যঞ্জনার্থই প্রবাদের অর্থ প্রকাশ করে।

৪। প্রবাদের অবয়ব হল স্ফটিকীকৃত রূপ এবং শব্দগুচ্ছের সমন্বয়।

৫। প্রবাদ লোকসাধারণের মুখে মুখে প্রসারিত উক্তি।

৬। প্রবাদে ভাষার চেয়ে ভাবের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী।

৭। প্রবাদ সহজ সরল ও সরস অভিজ্ঞতাপ্রসূত উপদেশবাক্য।

৮। স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে প্রবাদে কথান্তর ঘটে।

৯। প্রবাদে বিভিন্ন অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়।

১০। প্রবাদ জাতির ঐতিহ্যাশ্রিত।

আদিমকাল থেকে মানুষের জীবনে মুখের ভাষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, ঠিক তেমনি প্রবাদ ও মানব জীবনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে এবং প্রতিটি মুহূর্তে অজস্র প্রবাদ ব্যবহার হয়। প্রবাদের এই চিরন্তর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ডঃ সুশীল কুমার দে বলেছেন, — ''জাতির মনস্তত্ত্ব বা আচার ব্যবহার হিসাবে প্রবাদের যথেষ্ট মূল্য রহিয়াছে, কিন্তু নিছক নীতি বা তত্ত্বকথা হিসাবে এই মূল্য চিরন্তন বা সর্বজনীন নয়। নীতিবাক্যের সঙ্গে প্রবাদে পার্থক্য এখানে যে, উচ্চ আদর্শ, তত্ত্বজ্ঞান বা লোকশিক্ষা প্রবাদের মূল কথা নয়। প্রবাদের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে, কিন্তু চিরন্তন সত্যের নির্দ্দেশ বলিয়া ইহা চিরন্তনত্ব নয়। 'ধর্মের কল বাতাসে নড়ে', নৈতিক জগতের সত্য হইলেও ব্যবহারিক জগতের সত্য নয়; তেমনই 'জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা', ব্যবহারিক জগতের তথ্য হইলেও, নৈতিক জগতের সত্য নয়। প্রবাদের প্রধান অনুপ্রেরক নৈতিক জ্ঞান নয়, সাংসারিক জ্ঞান, পরোক্ষ চিন্তা নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতি। যাহা নিত্য দৃষ্ট ও নিতান্ত পরিচিত, তাহা ভূয়োদর্শন, - তাহাই যে বিশুদ্ধ সত্য হইবে এমন নয়; কিন্তু তাহাই অধিকাংশ প্রবাদের খোরাক জোগায়। প্রবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত থাকে, তাহা প্রায়ই আপেক্ষিক সত্য - তত্ত্বের সত্য নয়, তথ্যের সত্য। প্রবাদের অনেক দিক আছে, কিন্তু প্রবাদ মুখ্যত বাস্তব ঘেঁষা --- ইহা পথঘাটের প্রাজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। a short sentence drawn from long experience. সেই জন্য ইহা চট করিয়া মনে লাগিয়া যায়, এবং প্রয়োজন হইলে চট করিয়া বাহিরে লাগানো যায়। সহজবোধ্যতা ও সহজপ্রয়োগ প্রবাদের লোকপ্রিয়তার ও লোকস্মৃতিতে লুপ্ত না হইবার একটি প্রধান কারণ।''[২৭] প্রবাদ নিরক্ষর সমাজের সৃষ্টি হলেও আদিম সমাজ পার হয়ে মানুষ যখন দলপতির তত্ত্বাবধানে সমাজবদ্ধ হয়ে জীবননির্বাহ শুরু করেছে, তখন থেকে প্রবাদের প্রচলন শুরু। তবে এই সময় থেকে

প্রবাদের ব্যবহার ঠিকই, কিন্তু ঔ সময়ের যে গ্রাম্যতা বর্তমান ছিল তা ততটা প্রকট নয়। আবার এই গ্রাম্যতার সঙ্গে গ্রাম্য প্রাকৃতজনের যে অশ্লীলতা, তারও প্রভাব স্পষ্টত্ব নেই। সেই প্রসঙ্গে ডঃ অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য বলেন, — ''রুচির দিক হইতে বাংলা প্রবাদ প্রবচনের বিচার চলিতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা আবশ্যক প্রবাদ প্রবচনের উদ্ভব মুখ্যত প্রাকৃত মানুষের নিতান্ত মুখের ভাষা হইতে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে কখনই শিক্ষিত মার্জিত রুচির আশা করা সঙ্গত নয়। প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে গ্রাম্যতা কিছুটা মানিয়া লইতেই হয়। তবে একটি কথা এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা এক বস্তু নয়। বাংলা প্রবাদ প্রবচনগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও কিছু গ্রাম্যতা থাকিলেও অশ্লীলতা বিশেষ নাই।''[২৮]

## ।। তিন ।।

প্রবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবচন এর ব্যবহার হয়। প্রবাদ-প্রবচন একিই মুদ্রার এপিট-ওপিট। 'বচন' শব্দটির অর্থ ভাষন, কথন, অনুশাসন, আদেশ। 'বচন' দ্বারা একটি পূর্ণ বাক্যই বোঝায়। প্রবচন প্রসঙ্গে বলতে হয়, প্রবাদও প্রকৃত পক্ষে সমাজের কথন, ভাষন বা উক্তি, একটি পূর্ণবাক্য। বাংলায় যেমন √বদ (ধাতু) নিষ্পন্ন 'বাদ' শব্দের পূর্বে 'প্র' উপসর্গ যোগ করে 'প্রবাদ', তেমনি √বচ (ধাতু) নিষ্পন্ন 'বচন' শব্দের পূর্বে প্রবাদের মতো উপসর্গ যোগ করে 'প্রবচন' শব্দের ব্যুৎপত্তি। প্রবচন সর্বদা বাচ্যার্থ নির্ভর, এছাড়া অন্য কোনও গূঢ়ার্থের প্রকাশ নেই। প্রবাদের বাচ্যার্থ ও ব্যঞ্জনার্থ দুটিই অর্থ বিদ্দমান। তবে এক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার্থ সর্বদা সংক্ষিপ্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে সহজে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে প্রবচনে কোনও ব্যঞ্জনার্থ নেই, কিন্তু লোকমুখে ব্যবহারের সময় একটি নির্দিষ্ট অর্থের প্রকাশ ঘটে। এক বা একাধিক বাক্যের ডাক বা খনার বচনগুলি লোক মুখে ব্যবহার, স্থানান্তর ও রূপান্তর হতে হতে মোটামুটি একটা সংক্ষিপ্ত গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়েছে। তবে সব প্রবচনের ক্ষেত্রে

নয়। অনেক বচন বা প্রবচন কথা এখনো দীর্ঘাকারে বর্তমান। মূলত এগুলি লোকমুখে সচরাচর ব্যবহার কম। মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি, কান্না, আনন্দ, কৃষি এবং পারিবারিক নানান ঘটনায় ঘটে যাওয়া বচন কথাগুলি প্রবাদের মতো সমাজে আজও মানুষের কথায় কথায় ব্যবহার হয়।

## ।। চার ।।

বিজ্ঞব্যক্তি, লোকবিদ এবং প্রবাদ-প্রবচনের গবেষকরা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি ও নিজস্ব চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রবাদ-প্রবচনের পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমে বলতে হয়, ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ রমাপ্রসাদ দে এর কথা। তিনি পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এর 'ঠোক্কর এবং অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রবাদ-প্রবচনের কথা উল্লেখ করেন। ভূমিকাংশে তিনি নিজস্ব মতামত দিয়ে প্রবাদ-প্রবচনকে বিভাজন করেছেন। তাঁর মতে 'প্রবাদ' হল পূর্ণবাক্যে আর 'প্রবচন' হল অপূর্ণবাক্য। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন এই ভাবে —

> ''পূর্ণবাক্য — এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না।
> অপূর্ণকাক্য — কাঁচা বাঁশে ঘুন ধরা।''[২৯]

এছাড়া তিনি আরো বলেন প্রবাদ হল পূর্ণবাক্য, অর্থাৎ রুদ্ধবাক্য (Close sentence) আর প্রবচন হল অপূর্ণবাক্য, অর্থাৎ মুক্তবাক্য (open sentence) তাছাড়া রুশভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য খুঁজে তিনি বলেন, অপূর্ণবাক্য (Pogovorki - রুশভাষার শব্দ) এ ইংরাজি অর্থ হল proverbial phrase অর্থাৎ তিনি প্রবাদাংশ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশকে প্রবচন বলে উল্লেখ করেন। প্রবাদ-প্রবচন ও প্রবাদবাক্যাংশ লোকমুখে ব্যবহার হলেও উভয়ের মধ্যে বেশ বৈপরিত্য আছে। তবে প্রবাদবাক্যাংশ আমাদের সমাজে প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত ও পরিগণিত। অপরদিকে লোকবিদ ডঃ ওয়াকিল

আহমদ ও ডঃ সুদেষ্ণা বসাক এর সুচিন্তা এখানে উল্লেখযোগ্য। ডঃ ওয়াকিল আহমদ তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন' গ্রন্থে প্রবাদ-প্রবচনকে আলাদা আলাদা ভাবে শ্রেণি বিভাজন করেন। এক্ষেত্রে তিনি সব চেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন প্রবাদ-প্রবচনের ব্যঞ্জনার্থ ও বাচ্যার্থের উপর। তাঁর মতে যে বাক্যে ব্যঞ্জনার্থ থাকবে না, সেটাই প্রবচন। আর যার মধ্যে ব্যঞ্জনার্থ ও বাচ্যার্থ উভয় থাকবে, কিন্তু শুধুমাত্র ব্যঞ্জনার্থই প্রকাশ পাবে, সেটি তিনি প্রবাদ বলে আখ্যা দেন। আবার ডঃ সুদেষ্ণা বসাক, তাঁর 'বাংলার প্রবাদ' গ্রন্থে প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে বিশেষ ভাবে কোনও শ্রেণিতে বিভক্ত করেননি। তবে যেগুলি আমাদের সমাজে প্রবচন বলে প্রচলিত তিনি মনে করেন, সে গুলিই তিনি আলাদা করেছেন। এই আলাদা করার পিছনে কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। তবে ডঃ ওয়াকিল আহমদ 'বাংলা লোকসাহ্যিত প্রবাদ-প্রবচন' গ্রন্থে অর্থের বিচারে ''যম জামাই ভাগনা, তিন নয় আপনা''[৩০] বাক্যটিকে প্রবচন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু ডঃ সুদেষ্ণা বসাক অনুরূপ ভাবে ''যম জামাই জমিদার, তিন নয় আপনা''[৩১] বাক্যটি প্রবাদ বলে উল্লেখ করেন। এখানে এই দুটি বাক্যে শুধুমাত্র 'ভাগনা' ও 'জমিদার' শব্দ দুটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। সে জন্যই কি একটি বাক্যকে প্রবাদ ও অন্যটি প্রবচন হিসাবে গণ্য হবে? না কি উভয় বাক্যকে একই মাপকাঠিতে রাখা হবে? না বাক্য দুটির অর্থের দিকে জোর দিয়ে তা বিচার হবে। আবার বাক্যটিকে ডঃ সুশীল কুমার দে প্রবাদ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ঠিক অন্য দিকে ''সাপ-শালা-জমিদার — এই তিন নয় আপনার''[৩২] বাক্যটি ডঃ সুদেষ্ণা বসাক প্রবচন বলেছেন। তিনি যে বাক্যটিকে প্রবাদ বললেন, সেই বাক্যটির সঙ্গে প্রবচন বাচক বাক্যটির মধ্যে 'যমের' জায়গায় 'সাপ' ও 'এই' শব্দটি অতিরিক্ত ভাবে এখানে যোগ হয়েছে। তাতেই তিনি দ্বিতীয় বাক্যটিকে প্রবচন বলেছেন। অর্থাৎ প্রায় একই অর্থ মিশ্রিত বাক্যকে কেউ কেউ প্রবচন, এবং কেউ প্রবাদ বলে দাবী করেন।

আবার ডঃ ওয়াকিল আহমদ, 'বাংলা লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন' গ্রন্থে ''ভাত খায় ভাতারের, পা টিকে নন্দাইয়ের''[৩৩] বাক্যটি প্রবচন বলে উল্লেখ করেন। তবে বাক্যটির মধ্যে বাচ্যার্থ ছাড়া একটি ব্যঞ্জনার্থ আছে বলে মনে হয়। প্রবচনমূলক বাক্যটির সাধারণ অর্থ এই যে, স্বামীর ভাত খেলে, স্বামীর গুণগান করতে হয়, অপরের নয়। যদি বাক্যটি কোনও ঝগড়ারত বা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি মহিলার মুখ থেকে বের হয়, তখন বাক্যটির মধ্যে কোনও একজন মহিলার নষ্ট চরিত্রের বা চরিত্রের খারাপ দিক নির্দেশ করে। সেক্ষেত্রে বাক্যটির ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়। সুতরাং বাক্যটি প্রবচন নয়, প্রবাদ বলা সঙ্গত হবে। অনুরূপ ভাবে ডঃ সুদেষ্ণা বসাক ''বামুন, বাদল, বান, দক্ষিণা পেলেই যান''[৩৪] বাক্যটিকে তাঁর 'বাংলার প্রবাদ' গ্রন্থে কোথাও বচন বা প্রবচন, আবার কোথাও সমাজে ব্রাহ্মণের লোভ, মূর্খতা ও অনাচারের বিদ্রূপপূর্ণ আচরণের নজির হিসাবে প্রবাদ বলে উল্লেখ করেন। অনুরূপ ভাবে এই একই বাক্যকে ডঃ সুশীল কুমার দে 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে প্রবাদ বলে উল্লেখ করেন। তাঁর মতে — ''ডাকের বা খনার বচন বলিয়া যে সব বাক্য বা ছড়া প্রচলিত আছে, তাহা প্রবাদের অনুরূপ, কিন্তু সবগুলি প্রবাদ বলিয়া গণ্য হয় নাই।''[৩৫] অর্থাৎ তিনি কখনও ডাকের বা খনার বচনকে প্রবাদ বলে উল্লেখ করেন, আবার তিনি বলছেন, সব বচন কথা প্রবাদ নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনিও সঠিক সিদ্ধান্তে আসেন নি। তবে এখানে উভয় ক্ষেত্রে প্রবাদ-প্রবচনের যে মাপকাঠি, তা একক ভাবে কার্যত নয়। অবশেষে এই মতানৈক্যকে দূর করার জন্য একথা এভাবে বলতে হয় যে, আসলে প্রবাদ-প্রবচন পরস্পরের পরিপূরক, তা কোনও ভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়। প্রবাদ-প্রবচনকে নিয়ে যতই আমরা আলাদা সুতো দিয়ে মালা গাঁথার চেষ্টা করিনা কেন, তা কোনও একটা জায়গায় গিয়ে গরমিল হয়ে যাবে। সুতরাং প্রবাদ-প্রবচনকে নিয়ে এক সুতোয় মালা গাঁথা অবশ্য যুক্তি সাপেক্ষ।

শুধুই মানুষের মুখ মুখে স্থান থেকে স্থানান্তর হতে হতে অনুরূপে পরিচিত। অর্থাৎ যাহা প্রবাদ, তাহাই প্রবচন বলে মান্যতা দেওয়া উচিত।

## ।। পাঁচ ।।

প্রবাদ-প্রবচনের পাশা-পাশি প্রবাদমূলক বাক্যাংশ বা প্রবাদাংশের কথা বিশেষ ভাবে বলতে হয়। যাকে ইংরাজীতে (proverbial phrase) বলে, আর প্রবচন এর মধ্যে গভীর যোগ আছে যেমনি, ঠিক প্রবাদ-প্রবচনের সঙ্গে প্রবাদাংশ বা বাংলা ভাষার সরস বাক্যরীতি তথা বাগধারা সম্পর্ক তেমনি। তবে প্রবাদাংশ বা বাগধারা প্রবাদ-প্রবচনের মতো একটি পূর্ণবাক্যে প্রয়োগ দেখা যায় না। যদিও প্রবাদাংশ অপূর্ণ, কিন্তু এই অপূর্ণ অর্থটি পূর্ণাকারে প্রকাশ ঘটায় বাক্যের মধ্যে। আর বাক্যের মধ্যে ব্যবহারের তারতম্য অনুসারে ঔ প্রবাদাংশ জনসমক্ষে সরস হয়ে ওঠে। এই বাগধারা বা প্রবাদাংশ একটি অপূর্ণবাক্যে বা একটি মাত্র শব্দে অর্থে ব্যঞ্জনা প্রকাশ হতে পারে। ডঃ সুশীল কুমার দে 'বাংলা প্রবাদ' গ্রন্থে প্রবাদ বাক্যাংশ হিসাবে একটি অপূর্ণবাক্য এবং একটিমাত্র বিশেষ শব্দকে নথিভুক্ত করেছেন। এক একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, --- ''প্রবাদ বাক্যাংশ - ধনুক ভাঙা পণ, দর্পহারী মধুসূদন, রামরাজ্য, দক্ষযজ্ঞ''[৩৬] প্রভৃতি লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে এটাই বলা যথার্থই যে প্রবাদাংশ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এবং বাগধারা ইংরাজীতে যাকে (Idiom) বলে, উভয়ের কোনও গভীরতর পার্থক্য নেই। তবে এ প্রসঙ্গে উপরিউক্ত বিষয়গুলির আলোচনার পাশাপাশি সাহিত্যে বিশিষ্টার্থক শব্দের গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমানে অনুভব অনুশীলনযোগ্য। অনেক সময় আমরা একটি বিশিষ্ট শব্দকে বাগধারা বা প্রবাদাংশ বলছি। আবার কখনো কখনো ঔ শব্দটিকে বিশিষ্টার্থক শব্দ বলে ধরছি। এক্ষেত্রে একটি সমস্যা সৃষ্টি হয়। তবে শব্দটি কোন্ পরিপেক্ষিতে ব্যবহার হচ্ছে, সেই দিকে নজর রেখে কোনটি বাগধারা বা প্রবাদাংশ এবং

কোনটি বিশিষ্টার্থক শব্দ, তা ঠিক করতে হবে। তবে অপূর্ণবাক্যের মধ্যে যদি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহলে ঔ বাক্যকে প্রবাদ বলে স্বীকৃত দেওয়া উচিত হবে। এই গবেষণা সন্দর্ভে অপূর্ণবাক্যকে বাগধারা বা প্রবাদবাক্যাংশ এবং একটি বিশেষ অর্থবহ শব্দকে বিশিষ্টার্থক শব্দ হিসাবে গণ্য বলে স্বীকার্য। এর একটি দৃষ্টান্ত হল — বাগধারা বা প্রবাদ বাক্যাংশ — ''পুঁটি মাছের কাঙাল, হরিষোষের গোয়াল,''[৩৭] বিশিষ্টার্থক শব্দ ''লঙ্কাকাণ্ড, আদাজল, দাতাকর্ণ, রামরাজ্য,''[৩৮] প্রভৃতি এখানে বিচার্য। এভাবে যদি আমরা প্রবাদ, বাগধারা এবং বিশিষ্টার্থক শব্দের শ্রেণি বিন্যাস করি, তাহলে উভয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্মতর পার্থক্য আছে তা সহজে স্পষ্টতর হবে। তাতে উভয়কে একটি নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে আলাদা করা যাবে।

**তথ্যসূত্র ঃ**


১। দে, সুশীল কুমার 'বাংলা প্রবাদ' এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ ১৯৪৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৭

২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫

৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬

৪। ইসলাম, মযহারুল 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,' ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা-৪৫০-৫১

৫। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১

৬। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১২

৭। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১

৮। তদেব, পৃষ্ঠা-১

৯। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১২

১০। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩

১১। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-২

১২। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৩

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৪

১৫। গিরি, সত্যবতী, 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ' 'রত্নাবলী' দ্বিতীয় মুদ্রন, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা-১৭-২২

১৬। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৪

১৭। চক্রবর্তী, বরুণকুমার, 'বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস,' পুস্তক বিপণি, ২০১০, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৫৩

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৩

১৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৩

২০। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-১৫

২১। সরকার, রত্না 'বাংলা প্রবাদ-প্রবচন,' বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, ২০০১, কলকাতা, পৃষ্ঠা - (ক)

২২। তদেব, পৃষ্ঠা - (ক)

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা - (ক)

২৪। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,' দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৭২

২৫। দে, সুশীল কুমার 'বাংলা প্রবাদ' এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃলিঃ, ১৯৪৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ১৮

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬

২৭। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, 'বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন,' দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৭২

২৮। মুখোপাধ্যায়, পুরঞ্জয়, 'ঠোক্কর এবং অন্যান্য গল্প' ইমেজ, বারুইপুর, কলকাতা, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৯-১০

২৯। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৬৯

৩০। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১১

৩১। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮

৩২। আহমদ, ওয়াকিল 'বাংলার লোকসাহিত্যে প্রবাদ-প্রবচন', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৯৩

৩৩। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৪

৩৪। দে, সুশীল কুমার 'বাংলা প্রবাদ' এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাঃলিঃ, ১৯৪৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা - ৪৩

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩

৩৬। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৪ - ১৫

৩৭। বসাক, সুদেষ্ণা 'বাংলার প্রবাদ,' আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃলিঃ ২০০৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা- ১৩ - ১৫, ৪৩

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৫, ৪৩